পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নং - ২২৪১-২০৬০/২২১৯-৮৯৩০

মাননীয়,

বার্তা সম্পাদক

____

মহাশয়,

নীচের এই বিবৃতিটি আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

<u>প্রেস বিজ্ঞপ্তি</u>
০৪-০৭-২০১৭

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে দূর্নীতি ব্যাপক হারে মাথাচাড়া দিয়েছে। শুধু কলকাতার কলেজগুলি নয়, মফঃস্বলের বহু কলেজে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির নিয়মকে তোয়াক্কা না করে কার্যত অর্থের বিনিময়ে মেধা তালিকায় নাম না থাকা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হচ্ছে। এতে বঞ্চিত হচ্ছে অসহায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। অধিকাংশ জায়গায় শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের একটি বড় অংশকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে এই প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করছে শাসক দলের অনুগত ছাত্র নামধারী কিছু ব্যাক্তি। যাদের মধ্যে বহিরাগতরাও আছেন। ইতিমধ্যেই এই ভর্তির প্রক্রিয়ার তোলাবাজির শিকার হয়েছে এক অসহায় মেধাবী ছাত্রী। অনলাইন ভর্তির নামে সর্বত্র হেল্প লাইন চালু করে এই দূর্নীতি চলছে। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এক দলীয় বৈঠকে এই ভর্তিকে ঘিরে দূর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন।

অধ্যাপক সমিতি বারংবার দাবি করে এসেছে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিচালনায় ভর্তির প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক নজরদারি হোক। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উভয় ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়াকে পূর্ণ স্বচ্ছতা রাখতে হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে চিহ্নিত যে কোনো দূর্নীতির যথাযথ তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছাত্র ভর্তির নীতির প্রণয়ন করা দরকার। অধ্যাপক সমিতি মনে করে ভর্তির ক্ষেত্রে অর্থ বা কোনো দলীয় আনুগত্য নয়, মেধাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। অবিলম্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেধাবী অথচ বঞ্চিত সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সুনিশ্চিত করতে হবে।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরকে এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দোষী ব্যাক্তিরা ক্যাম্পাসগুলিতে ভর্তিকে কেন্দ্র করে যাতে এধরণের দূর্নীতি না করতে পারে সে বিষয়ে সরকারকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ
(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক